লন্ডনী

আবদুর রউফ চৌধুরী

যে-লোকটিকে নিয়ে এই গল্প, সে নিরন্তর দাঁড়িয়ে আছে। স্থির রুইগুলি শুয়ে আছে মাছের ডালায়, শিং-মাগুরগুলি আবদ্ধ-জলে ঘুরে মরছে, চিংড়িগুলি উড়ে বেড়াচ্ছে মাছের থালার একপাশে। নানা মাপের, নানা বয়সী, নানা রঙের অন্য মাছগুলি চিত হয়ে পড়ে আছে জেলের সামনে। সে-লোকটি ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে রুই মাছের সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, গভীর মনোযোগ দিয়ে রূপালী আঁশ পরীক্ষানিরীক্ষা করছে আর বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছে কিছু একটা। যখন মাছের দামাদামি শুরু হয়েছে তখন ভিড় জমে উঠল। আরেকটুকু সময় এগিয়ে গেল। বাজার থেকে ছোট ছোট মাছগুলি আস্তেধীরে উধাও হতে লাগল। সে-লোকটি তবুও বিচলিত হল না। খানিকটা ক্লান্তি, খানিকটা উত্তেজনা মেশানো মাথায় ও চোখে আরেকবার দেখে নিল রুই মাছটি, মানুষের ভিড়টিও। মানুষ যেমন একা একা হাসে, স্মিত ও সুন্দর ভাবে, ঠিক তেমনি রূপালী মাছটিতে দেখতে দেখতে সে-লোকটি আরেকবার হেসে নিল, অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুণিত শাদাকালো দাড়ি দুলিয়ে, ধানক্ষেতের সঙ্গে যেন আঁড়ি দিয়েছে দাড়িগুচ্ছ। হঠাৎ সে-লোকটি মাছ-বিক্রেতাকে বলল, 'মাছটা তুইল্লা দে।' ময়লা, ছেঁড়া, মোটো সুঁতোর আদমজী মিলের জেলের পরনের লুঙ্গি কেঁপে উঠল। তার খালি গায়ে রোদ আর ছায়া ষোলকটি খেলতে লাগল, তার চওড়া কাঁধে, পেটানো বুকে ও হাতের পেশীতেও। সে-লোকটির গবির গোবরো জেলেটিকে কেমন যেন লাগছে; ছেঁড়াফাটা চৈত্রমাঠের মত তার চামড়া আর চেয়ালভাঙা রুক্ষ মুখের ভাঁজে ভাঁজে তার ক্ষুধার আগুন যেন। সে-লোকটির পাশে টুকরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার ভৃত্য; তাকেই বিরক্তি ভরা কণ্ঠে সে-লোকটি হুকুম দিল, 'টুকরিটা আগগুয়াইয়া দিতএ পারছ না!' জেলেটি আটকা পড়ে গেছে লন্ডনির রঙিনজালে। জেলের সমস্ত মন জুড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য একরকম স্তব্ধতা রাজ্যত্ব করতে থাকে, উইপিং-ট্রির মত নুয়ে পড়েছে যেন তার অনুতপ্ত অপরাধী মন। লন্ডনি এখন শক্তিশালী, তার কাছে অন্যায় করা মহাপাপ, অন্যায়ও ন্যায় হয়ে যায় তার কাছে, টাকার গন্ধই আলাদা, দেহমন বিগড়ে দেয়, ন্যায়-অন্যায় বুঝে না, অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। জেলেটি কাঁচুমাচু করে বলল, 'টেকাগুইন লন্ডনিসাব?' সে-লোকটি ধমকের সুরে বলল, 'কাইল বাড়িত গিয়া আনিছ্।' ধমকের ধরণ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল সাধারণ জনতা সকল। জেলে জনতার দিকে চোখ তুলেই একবার তাকিয়ে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। একমাথা ঝাঁকড়া চুলের আড়ালে তার মুখখানা আমসরা হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধানকলের শব্দ ঘস্‌ঘস্ করে উঠতে লাগল। সবরকম আশাভরসা চড়চড় করে ভেঙে গেল। জেলের ঠোঁটে দুঃখ কাঁপছে, তবুও মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, 'আমরা গরিব মানুষ। মাছ বেইচ্চা পেট বাছাই।' নারাজ হয়ে ভেংচে উঠল সে-লোকটি, 'বকওয়াছ করিছ্ না, তরা বড় মিছা মাত মাতছ।' কথার ঢঙে, চারদিকে, থোকা থোকা জনরবের গড়াগড়ি যাচ্ছে। 'না লন্ডনি সাব্,

আল্লার কছম। মাছ বেছিয়া মাজনের টেকা দিয়া যা আয় অইব এত্তাকি চাউল, লবন, মরিচ কিনিয়া বাড়িত যাইমু। চাউল না লইয়া গেলে ঘরগুষ্ঠি, হাবিগুষ্ঠি না খাইয়া মরব।' সঙ্গে সঙ্গে সে-লোকটি তার মানিব্যাগ থেকে কয়েকটি নূতন নোট বের করে গুণতে গুণতে বলল, 'তরা বড় দিগদারি দেছ।' তারপর আমজনতার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, 'হাছানায়নিবা, তোমরা কিতা কউ।' অবশেষে অভিনয়ের ভঙ্গিতে 'এই নে' বলে বাঁ-হাতের সাহায্যে একটি নোট ছুঁড়ে দিল জেলের দিকে। লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সেই নোটটি কাদামাটিতে পড়ে গেল, একেবারে জেলের পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জেলের চোখে অভাবের জবাব মেঘ হয়ে নামল, তবুও মাথা নীচু করে নোটটি কুড়িয়ে নিতে নিতে কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, 'ইতায়ত খরিদঐ অইছে না। গরিবর মারউককানা সাব। ই-নোটত আপনার হাতর মইল। আরেক খান দেউক্কা।'

'আরেক খানা তরে পরে দিমু, খোশ-অইয়া।'

'আইজ ত বাচাউক্কা।'

তাচ্ছিল্যদৃষ্টিতে জেলেকে একবার দেখে নিয়ে জনতার ভিড় থেকে বেরিয়ে আসল সে-লোকটি। সে তার টাই টাইট করতে করতে রাজপুরুষের মত তৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল; তারপর কিছুটা পথ অতিক্রম করে, একটি দোকানের বারান্দায় পা রেখে, জনতার দিকে আবারও ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসি মুখে এনে জনতাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করল। একজন প্রৌঢ়লোক বেরিয়ে এলেন সেই দোকান থেকে। সে-লোকটির চোখ প্রৌঢ়লোকের ওপর পড়তেই বলল, 'গরিবর খাসলত অমলাকানই অয়। খুদায় খামাকা গরিব বানাইছন না।' তার দিকে প্রৌঢ়লোকটি নিষ্পলকভাবে তাকালেন, যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, তারপর বললেন, 'সাধুহাটির মিয়া বাড়ির রোজগারি না তুমি?' সে-লোকটি কোনও উত্তর দিল না। তার মুখ একমুহূর্তে শ্মশান হয়ে গেল, তার চোখে যেন চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে। সে-লোকটি এলোপাথারি পা ফেলে দোকানে ঢুকে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রৌঢ়লোকটি 'থ' হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরেআস্তে তিনি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'হায়-রে লন্ডনি! কত খেলা খেলাবি তুই!'